গীবত

ভূমিকা

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, সত্যিকার মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।
[সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ১, হাদিস নাম্বারঃ ৬৯, হাদিসের মানঃ সহীহ]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে-কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।
[সহীহ বুখারি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ৬৮, হাদিস নাম্বারঃ ৬০৩৪, হাদিসের মানঃ সহীহ]

গীবত কি?

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস! তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাই -এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই -এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।
[সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ৪৬, হাদিস নাম্বারঃ ৬৩৫৭, হাদিসের মানঃ সহীহ]

কিভাবে গীবত হয়

উপরোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে গীবতের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা হল কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যেটা সে অপছন্দ করে। এ আলোচনা হতে পারে তার শারীরিক, চারিত্রিক, বংশগত, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি এমনকি দ্বীনদারীর বিষয় নিয়েও।

গীবত একটি জঘন্য অপরাধ

আল-কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছেঃ
“হে মুমিনগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।”
[সূরা হুজুরাত : ১২]

গীবতের শাস্তি

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) দুটি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন: নিশ্চয় এই দু কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।
[সুনানে ইবনে মাজাহ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ২, হাদিস নাম্বারঃ ৩৪৯, তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মিরাজের রাত্রে আমি তামার নখ বিশিষ্ট কিছু মানুষকে দেখতে পেলাম, তারা নিজেরাই নিজেদের মুখ ও বুকে আঘাত করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিবরিল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা হলো ওই সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত (গীবত করত) এবং সম্মান নষ্ট করত।
[আবু দাউদ, হাদিস নাম্বারঃ ৪৮৭৮, তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমরা কি জান যে কে প্রকৃতভাবে দেউলিয়া? তারা বললঃ যার কোন অর্থ এবং সম্পদ নেই সেই দেউলিয়া। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই হচ্ছে দেউলিয়া যে আখিরাতে নামায, রোজা, যাকাত [তার আমলনামায় করে নিয়ে আসবে], কিন্তু সে একে অপমান, ওকে অপবাদ, অন্যের সম্পদ দখল, অন্যের রক্তপাত, অন্যকে নির্যাতন এগুলোও সাথে নিয়ে আসবে। ফলস্বরূপ তার আমলনামা থেকে অন্যদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে দেয়া হবে, এমন একটা সময় আসবে

যখন বিচার সমাপ্তি হবার পূর্বেই তার সকল ভাল আমল শেষ হয়ে যাবে, ফলে অন্যের মন্দ কাজগুলো তার আমলনামায় দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

[সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়ঃ ৪৬, হাদিস নাম্বারঃ ৬৩৪২, হাদিসের মানঃ সহীহ]

কোন ক্ষেত্রে গীবত জায়েয

যদিও গীবত করা হারাম, কোন কোন পরিস্থিতিতে গীবত করার অনুমোদন রয়েছে। নিম্নের ছয়টি কারণের যে কোন একটি কারণে গীবত করা যেতে পারে:

১. জুলুম / নিপীড়নের বিচার চাইতে

যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়েছে, তার জন্য এই অনুমতি রয়েছে যে, সে তার অবস্থা সম্পর্কে শাসক বা বিচারককে বা অন্য যে কাউকে অবগত করতে পারে, যার ক্ষমতা রয়েছে তাকে জালিমের বিরুদ্ধে সুবিচার দেয়ার। তাকে উল্লেখ করতে হবে, "অমুক লোক আমার প্রতি অন্যায় করেছে" এবং "সে আমার সাথে এই করেছে" এবং "সে আমাকে দমিয়ে রেখেছে এভাবে" বা এরকম আরো তথ্য।

২. একটি মন্দকে পরিবর্তন করা এবং পাপীকে সঠিক পথের দিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য চাওয়া

একজন ব্যক্তির উচিত, যার পক্ষে কোন মন্দ কাজ থামানো সম্ভব তাকে বলা, "অমুক ব্যক্তি এরকম করেছিল, ফলে তাকে তা থেকে বিরত রাখি" বা এরকম কিছু। তার লক্ষ্যই হবে মন্দকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা। যদি এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তার জন্য কোন কথা উল্লেখ না করাই উত্তম।

৩. ফতোয়া (ইসলামী বিধান) চাওয়া / জানা

একজন ব্যক্তির উচিত একজন মুফতীকে (যিনি ফতোয়া দিতে পারেন) বলা: "আমার বাবা" বা "আমার ভাই" বা "এই এই ব্যক্তি আমার সাথে এইরূপ অন্যায় করেছে। তার কি এটা করার অধিকার রয়েছে?" – "কিভাবে আমি সেটা বন্ধ করতে পারি এবং আমার উপর থেকে জুলুম বন্ধ করে আমার অধিকার আদায় করতে পারি?" এবং এরকম আরো তথ্য। এমনিভাবে, একজন বলতে পারে যে, "আমার স্ত্রী এরূপ করেছে" বা "আমার স্বামী এরূপ করেছে" এবং এরকম আরো তথ্য। প্রয়োজনের তাগিদে এ ধরনের ফতোয়া চাওয়া অনুমতিযোগ্য, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যে কারো উচিত এভাবে বলা, "একজন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি

বলেন – যে এরূপ করেছে?" বা "একজন স্বামীর ব্যাপারে" বা "একজন স্ত্রী সম্পর্কে যে এরূপ করেছিল" (আমার স্ত্রী এভাবে না বলে) ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে, কাউকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করেই লক্ষ্য অর্জন করা যায়। যাহোক, একজন ব্যক্তির নামোল্লেখ করা এরকম পরিস্থিতিতে অনুমোদিত এ হাদীসের ভিত্তিতে যে, হিন্দ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জানান, "বস্তুত, আবু সুফিয়ান (তার স্বামী) একজন কৃপণ লোক।" এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে একথা বলা থেকে বিরত রাখেননি।

৪. মুসলিমদের পাপ সম্পর্কে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া

এর বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে: কাউকে হাদীস বর্ণনা ও সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করা। ইজমা (মুসলিম স্কলারদের ঐক্যমত) অনুযায়ী এটি করা জায়েয। বরং গুরুত্বের ভিত্তিতে এটি কখনও কখনও অবশ্যকর্তব্য হয়। আরেকটি অবস্থা হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, বিবাহ, ব্যবসা, সম্পত্তি হস্তান্তরের সময়, দৈনন্দিন লেনদেন ও যেকোন কিছু হস্তান্তরের সময় বা অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে – আপনার জন্য ফরয সেই ব্যক্তিকে অপর ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অবগত করা, যার সঙ্গে সে লেনদেন করতে যাচ্ছে – উপদেশের লক্ষ্যে। যদি আপনার উদ্দেশ্য এ কথা বলাতেই অর্জিত হয় যে "তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনে জড়ানো আপনার জন্য মঙ্গলজনক নয়" বা এটা বলাতেও, "আপনার এটা করা উচিত নয়" বা এধরনের কিছু, তবে সেটুকুতেই সারতে হবে; তাই বলে ঐ লোকটির অন্যান্য (প্রসঙ্গ বহির্ভূত) খারাপ দোষগুলো সম্পর্কে জানানো যাবে না। আর যদি এতে কাজ না হয়, তবে আপনি নির্দিষ্টভাবে লোকটির অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবগত করতে পারেন।

আর একটি অবস্থা হচ্ছে, যখন আপনি কাউকে এমন কোন লোকের কাছ থেকে কোন কিছু কিনতে দেখেন, যে নাকি চুরি, ব্যভিচার বা মদ্যপানের মত অপরাধের সাথে জড়িত। তখন ক্রেতাকে এ সম্পর্কে অবগত করানো আপনার কর্তব্য, যেহেতু তিনি জানেন না। এমনকি, এটা তখনও প্রযোজ্য যখন আপনি জানেন লোকটি যে বস্তুটি কিনতে যাচ্ছে তা ত্রুটিযুক্ত।

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে যে, যখন আপনি কোন শিক্ষার্থীকে (দ্বীনের ক্ষেত্রে) দেখেন একজন বিদ'আতী বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করছে এবং আপনি তার ক্ষতির আশংকা করেন। তখন আপনি অবশ্যই সেই ছাত্রকে উপদেশ দেয়ার লক্ষ্যে সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত করবেন। এক্ষেত্রে অনেক মানুষই ভুল করে থাকে, কেননা ব্যক্তিটি যার সম্পর্কে

উপদেশ দিচ্ছেন তার ব্যাপারে তিনি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারেন বা শয়তান তাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, এভাবে যে, তিনি ভাবতে পারেন যে তিনি যেটা করছেন তা হচ্ছে নসীহত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈর্ষা বা ঘৃণার কারণেই করছেন।

সর্বশেষে যে অবস্থাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, যখন কোন ব্যক্তি কোন নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে এবং সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেনা কেননা সে উপযুক্ত নয় বা সে একজন অমনোযোগী বা পাপী ইত্যাদি। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তির উচিত অন্যরা যারা তার উপর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের নিকট বিষয়টি জানানো, যাতে তাকে এই পদ থেকে সরানো যায় এবং একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া যায়। অথবা, যাদের সে ব্যক্তিটির উপর ক্ষমতা রয়েছে তারা যেন তার সম্পর্কে জানতে পারেন, যেন তার দ্বারা যাতে ক্ষতি সাধন না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারেন বা তাকে ভাল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন বা অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন।

৫. যখন কেউ উন্মুক্তভাবে মন্দকর্ম বা বিদআতী কাজে লিপ্ত থাকে

এর উদাহরণ হচ্ছে যখন কেউ খোলাখুলিভাবে মদপান করে, লোকের টাকা আত্মসাৎ করে ইত্যাদি। ফলে জনসাধারণের সামনে ঐ ব্যক্তিটি যে সকল কাজ করে, তা নিয়ে আলোচনা করা বা কথা বলা বৈধ। কিন্তু ঐ লোকের অন্যান্য দোষত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা নিষিদ্ধ যতক্ষণ না সেগুলো ঐ ক্যাটাগরীতে পড়ে, যে সকল কারণে গীবত করা জায়েয।

৬. কোন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা

কোন ব্যক্তি যদি লোকজনের নিকট তার ডাক নামে পরিচিত থাকে, যেমন ‘ঝাপসা চোখ বিশিষ্ট যিনি’, ‘যিনি খোঁড়া’, ‘বধির লোকটি’, ‘অন্ধ লোকটি’, ‘টেরা চক্ষু বিশিষ্ট’, ‘চ্যাপ্টা নাকওয়ালা’ ইত্যাদি। তাহলে তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এভাবে বলা জায়েয। যাহোক, তাকে হেয় করার জন্য এরকম নামকরণ করা নিষিদ্ধ। যদি তাকে অন্য কোনভাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে তাকে সেভাবেই চিহ্নিত করা উচিত।